ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশন

আগরতলা, ত্রিপুরা

রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক গণ্য করা
বিশ্বমানবাধিকার সনদে স্বীকৃত
মানবাধিকারগুলোর বাংলা অনুবাদ।

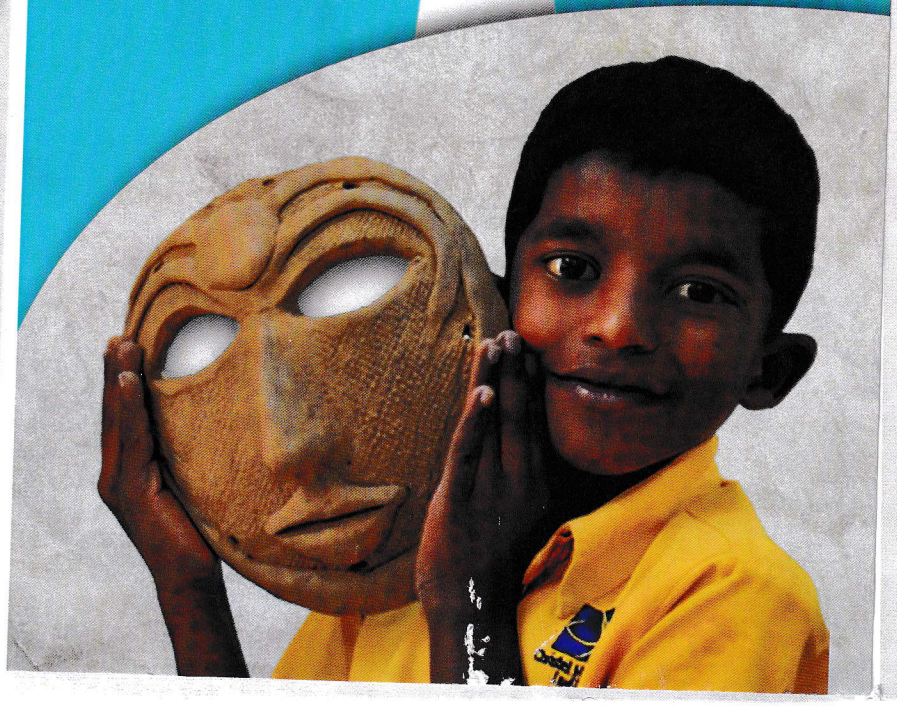

রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক গণ্য করা বিশ্বমানবাধিকার সনদে স্বীকৃত মানবাধিকারগুলোর বাংলা অনুবাদ।

মানবাধিকার হল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, রাষ্ট্র নির্বিশেষে যে কোন মানুষের সেই সমস্ত মৌলিক অধিকার যা বেঁচে থাকার জন্য মনুষ্য জীবনে স্বাভাবিক ও সাধারণ অধিকার হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এও বলা হয় যে মানবাধিকার হল জন্ম থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বের প্রত্যেক মানুষের স্বাভাবিক ও মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা সমূহ।

প্রতিটি মানুষের স্বাধীন সত্ত্বা ও তার মৌলিক মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য মানবাধিকার সমূহ প্রয়োজন এবং এই স্বাধীন সত্ত্বা মানুষের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

মানবাধিকারের দাবী আজ বিশ্বজনীন। প্রতিটি মানুষ মনুষ্য হিসাবে বেচে থাকার জন্য এবং ভদ্র ও শালীনতাপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর নিশ্চয়তা চায়। ভারতরাষ্ট্র প্রতিটি মানুষের মানবাধিকারকে স্বীকার করে ও রক্ষা করে এবং এই উদ্দেশ্যেই ভারতের সংসদ ১৯৯৩ সালে "মানবাধিকার রক্ষা আইন-১৯৯৩" সংসদে পাশ করে ও লাগু করে। ঐ আইনের সংজ্ঞা অনুসারে মানুষের জীবন, স্বাধীনতা, সমতা ও মর্যাদা যাহা সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত অথবা মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি ভারতরাষ্ট্রে প্রযোজ্য।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে যে সকল অধিকারগুলিকে মানবাধিকার বলে গন্য করা হয়েছে যাকে বিশ্ব মানবাধিকার সনদ বলা হয়, তাতে স্বীকৃত মানবাধিকারগুলো হলো নিম্নরূপঃ-

ধারা -১ঃ- প্রতিটি মানুষই জন্ম থেকেই স্বাধীন এবং মর্যাদা ও স্বাভাবিক অধিকারের ক্ষেত্রে সমান। প্রত্যেকেই বিচারবুদ্ধি ও বিবেক সম্পন্ন ও একে অন্যের প্রতি সৌভ্রাতৃত্ব মূলক আচরন করবে।

ধারা-২ঃ- জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনীতি বা অন্যান্য মতামত জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি বা সম্পত্তি, জন্ম বা মর্যাদা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ সনদে অর্ন্তভুক্ত অধিকার ও স্বাধীনতাগুলি ভোগ করার অধিকারী।

এছাড়াও যে দেশ বা ভূখন্ডে মানুষ বাস করে, তার রাজনৈতিক, সীমানাগত বা আন্তর্জাতিক মর্যাদা যাই হোক না কেন, তা স্বাধীন, ট্রাষ্ট, অস্বায়ত্ব শাসিত বা সার্বভৌমতার প্রশ্নে সীমিতই হোক না কেন, এ সকল প্রশ্নে কোন বৈষম্য করা চলবে না।

ধারা-৩ঃ- প্রত্যেকের জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার বজায় থাকবে।

ধারা-৪ঃ- কোন মানুষই ক্রীতদাস বা দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে না, সমস্ত ধরনের দাস প্রথাই নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে।

ধারা-৫ঃ- কোন মানুষকেই অত্যাচার বা নিগ্রহ করা চলবে না। নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অমর্যাদাকর আচরণ বা শাস্তি দেওয়া চলবে না।

ধারা-৬ঃ- যে কোন মানুষ যে কোন স্থানে আইনের চোখে মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি পাবে।

ধারা -৭ঃ- আইনের চোখে প্রত্যেকে সমান হিসাবে স্বীকৃতি পাবে এবং বিনা বৈষম্যে আইনের শাসন দ্বারা রক্ষিত হবে। সনদ ভঙ্গকারী সমস্ত বৈষম্য বা সেই বৈষম্যের পক্ষে উস্কানীর বিরুদ্ধে প্রত্যেক আইনের রক্ষা কবচ ভোগ করবে।

ধারা-৮ঃ- সংবিধান বা আইন কর্তৃক স্বীকৃত মৌলিক অধিকার কারো ভঙ্গ করা হলে যথোপযুক্ত জাতীয় বিচারালয়ে তার বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিকার লাভের সুযোগ সকলেই ভোগ করবে।

ধারা-৯ঃ- খেয়াল খুশি মতো কোন ব্যক্তিকেই আটক, বন্দি বা নির্বাসিত করা যাবে না।

ধারা-১০ঃ- যে কারো অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারন বা তার বিরুদ্ধে আনীত অপরাধমূলক অভিযোগ বিচারের জন্য প্রত্যেকেই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতে ন্যায় সঙ্গত ও প্রকাশ্য বিচারের সুযোগ পাবে।

ধারা-১১ঃ-

ক) দন্ডনীয় অপরাধের জন্য ধৃত যে কোন ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবে এবং আইন অনুসারে প্রকাশ্য বিচারে দোষী সাব্যস্থ না হওয়া পর্যন্ত নিরপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

খ) কোন ব্যক্তিকে কৃত অপরাধের জন্য অপরাধ করাকালীন সময়ে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা অপরাধী বলে বিবেচিত না হলে দোষী গণ্য করা যাবে না। কোন ব্যক্তিকে অপরাধ করাকালীন সময়ে নির্দিষ্ট শাস্তি ভিন্ন অন্য কোন সাজা দেওয়া যাবে না।

ধারা-১২ঃ- কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, গৃহগত বা কোন প্রকার যোগাযোগের ব্যাপারে যদৃচ্ছ হস্তক্ষেপ করা বা তার সম্মান ও মর্যাদায় আঘাত করা যাবে না। এইসবের বিরুদ্ধে প্রত্যেকেই আইনানুগ সহায়তা পাবে।

ধারা-১৩ঃ-

ক) প্রত্যেক ব্যক্তি তার দেশের সীমানার মধ্যে যাতায়াত ও বসবাসের স্বাধীনতা

ভোগ করবে।

খ) প্রত্যেকেই নিজ দেশ সহ যে কোন দেশ ত্যাগ করার বা দেশে ফিরে আসার অধিকার পাবে।

ধারা-১৪ঃ-

ক) প্রত্যেকেরই অত্যাচারের বা নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য অন্য দেশে আশ্রয় চাইবার বা পাইবার অধিকার থাকবে।

খ) একমাত্র অরাজনৈতিক অপরাধ বা রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতির বিরোধীতার ক্ষেত্রে এই অধিকার প্রযোজ্য হবে না।

ধারা-১৫ঃ-

ক) প্রত্যেকেই তার জাতীয়তা বজায় রাখার অধিকার পাবে।

খ) কাউকে যথেচ্ছভাবে তার জাতীয়তা থেকে বা জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

ধারা-১৬ঃ-

ক) যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক নর-নারীই জাতি, ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে বা পরিবার গঠন করতে পারবে এবং উভয়েই বৈবাহিক জীবনে এবং বৈবাহিক জীবন অবসানকালে সমান অধিকারী থাকবে।

খ) যে কোন নর-নারী উভয়ের সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমেই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে পারে।

গ)পরিবার হচ্ছে সমাজের মৌলিক এবং প্রাকৃতিকভাবে সঙ্গবদ্ধ ইউনিট, যা সমাজ বা রাষ্ট্রের দ্বারা সংরক্ষিত হওয়ার অধিকারী।

ধারা-১৭ঃ-

ক) প্রত্যেকেই একা বা ইচ্ছেমত সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সম্পত্তি অর্জনের অধিকারী।

খ) কাউকেই যথেচ্ছভাবে তার সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

ধারা -১৮ঃ-

প্রত্যেকেরই তার চেতনা, বিশ্বাস এবং ধর্ম বেছে নেওয়ার এবং একইভাবে পরিত্যাগ করারও স্বাধীনতা থাকবে। প্রত্যেকেরই একক বা মিলিতভাবে বা একান্তে বা খোলাখুলিভাবে তার ধর্ম ও বিশ্বাস প্রচার করা, অভ্যাস করা, উপাসনা বা অনুভব করার স্বাধীনতা থাকবে।

ধারা-১৯ঃ-

সব মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে যে কোন মতবাদ গ্রহণ করার অধিকার থাকবে। যে কোন মাধ্যমের সাহায্যেই তার মতবাদ গ্রহণ বা জ্ঞাপন করতে পারবে। এ ব্যাপারে কোন রকমের হস্তক্ষেপ বা নিপীড়ন করা চলবে না।

ধারা-২০ঃ-

ক) প্রত্যেকেই স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে সমবেত হতে পারে বা সংগঠন স্থাপন করতে পারে।

খ) কাউকে কোন সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বাধ্য করা চলবে না।

ধারা -২১ঃ-

ক) প্রত্যেকেই তার নিজের দেশের সরকারের প্রত্যক্ষভাবে বা স্বাধীনভাবে প্রতিনিধি পছন্দ করার মাধ্যমে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

খ) প্রত্যেকেরই তার দেশের সামাজিক কাজ কর্মে স্বাধীন ও সমতাপূর্ণভাবে অংশ গ্রহন করার অধিকার থাকবে।

গ) জনগণের ইচ্ছাই হচ্ছে সরকারী কর্তৃত্বের প্রাথমিক শর্ত, এই ইচ্ছা প্রকাশ নির্দিষ্ট সময় অন্তর এবং অবাধ ভোটের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে এবং এই ভোটদান পর্ব গোপন ও সমানাধিকারের মাধ্যমে সংগঠিত হতে হবে।

ধারা-২২ঃ-

ক) প্রত্যেকেই সমাজের একজন সদস্য হিসাবে তার নিজস্ব সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারী। এই অধিকার সে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে রক্ষা করতে পারবে। সাংগঠনিক এবং রাষ্ট্রীয় আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলিকে যেকোন ব্যক্তি বিশেষ তার নিজস্ব মর্যাদা এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে লাগাতে পারবে।

ধারা-২৩ঃ-

ক) প্রত্যেকেরই কাজের অধিকার এবং স্বাধীনভাবে নিয়োজিত হওয়ার এবং কাজ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ও বেকারত্ব বিরোধী ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে রক্ষা পাওয়ার অধিকার থাকবে।

খ) প্রত্যেকেই সমকাজের জন্য সমবেতনের অধিকারী। এতে

কোন বৈষম্য চলবে না।

গ) প্রত্যেক কর্মীই ন্যায় সঙ্গত এবং উপযুক্ত মজুরী পাওয়ার অধিকারী যাতে সে তার নিজের এবং পরিবারের সামাজিক অস্তিত্ব, মানবিক মর্যাদা রক্ষা করতে পারে। এই অধিকারের জন্য যে কোন ব্যক্তি যেকোন সামাজিক রক্ষাকবচ ব্যবহার করতে পারে।

ঘ) প্রত্যেকেই ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার্থে কোন শ্রমিক সংগঠন গঠন করতে পারে বা সংগঠনে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

ধারা-২৪ঃ-

যে কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময় অন্তর ছুটি বা বিশ্রাম নিতে পারে, অথবা অসুস্থ হয়ে পড়লে মজুরী সহ ছুটি পেতে পারে।

ধারা -২৫ঃ-

ক) প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের এবং পরিবারের স্বাস্থ্য ও সুষ্ঠ জীবনযাপনের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সামাজিক সাহায্য পাওয়ার অধিকারী এবং বেকারত্ব, অসুস্থতা, প্রতিবন্ধিত্ব, বৈধব্য এবং বার্ধক্যজনিত অবস্থায় সামাজিক সুরক্ষা পাবে, যদি ঐ অবস্থা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে।

ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত।